VARTA
Gender, Sexuality, Intimacy, Publishing

লেখায় আঁকায় একশো

স্বাতী দাস

অন্তর্দৃষ্টি / ঘটনা, অগাষ্ট ২০২২

কোলকাতা, জুলাই ৩, ২০২২: "আমার স্বপ্নেরও দাম আছে" এই কথাটাই তাঁর আঁকা ছবির মাধ্যমে কুইয়ার অ্যাক্টিভিস্ট সুশান্ত প্রামাণিক বলতে চেয়েছেন। আজ বিকেলে দক্ষিণ কোলকাতার কালীনাথ অঙ্গনে বেশ কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি আর্ট ওয়ার্কশপ, যেখানে শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বিভিন্নভাবে রং আর তুলির সহযোগিতায় ফুটিয়ে তুললেন কাগজের বুকে। এপ্রিল মাসে *বার্তা* ওয়েবজিনের ১০০ তম মাসিক সংখ্যা সম্পূর্ন হওয়া উপলক্ষে তৃতীয় এবং শেষ উদযাপন ছিল এটি।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই রামধনুর রঙে রঙে তাঁদের আঁকা ছবিতে ওয়েবজিনে প্রকাশিত হওয়া বিভিন্ন থিমকে রূপ দিয়েছেন তাঁদের মত করে। এই ওয়ার্কশপে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে সেই ছবির একটি অনলাইন প্রদর্শনী হয়ে গেছে গতমাসে *বার্তায়* প্রকাশিত পবন ঢলের লেখা *Varta's Art Workshop Was Fun and Thought Provoking* তে। এই সমস্ত ছবি থেকে বার্তা ট্রাস্টের বুকমার্ক হিসেবেও কিছু ছবি বেছে নেওয়া হবে এবং এটা ছিল এই আর্ট ওয়ার্কশপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অংশগ্রহণকারী শিল্পী শৌভিক রক্ষিত তাঁর আঁকায় তুলে ধরেন মানুষের মনের যৌনতাকে নিয়ে স্বাধীনতার ভাবনা। শিল্পী রঞ্জয় সরকার একই শরীরে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান নিয়ে সুন্দর উপস্থাপনা রেখেছেন। সৌম্যজিৎ মন্ডল তাঁর ছবিতে অযৌনতার একটি ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। শিল্পী ও কুইয়ার অ্যাক্টিভিস্ট

শ্রেয়তমা দত্ত তাঁর ছবিতে হিংসা এবং প্রকৃতির সংযোগের বার্তা এনেছেন রং তুলিতে। বার্তার ফাউন্ডার ট্রাস্টি পবন ঢল তাঁর রামধনুর রঙে আঁকা হৃদয়ের ছবিতে ভালোবাসার রং এর সাথে প্রকৃতির সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন। শিল্পী অনিরুদ্ধ চৌধুরি এবং সুশান্ত প্রামাণিক তাঁদের রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন কুইয়ার মানুষের পরিবার গড়ে তোলার ইচ্ছের কথা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা। প্রায় ৩০ বছর পরে রং তুলি হাতে নিয়ে বার্তার আরও একজন সদস্য স্বাতী দাস (এই লেখক) একই ছাতার নীচে এবং সর্বসমক্ষে আনতে চেয়েছেন কুইয়ার মানুষদের তাঁর ছোট্ট একটি প্রয়াসের মাধ্যমে। সুন্দর একটি রবিবারের বিকেল রঙিন হয়ে উঠেছিল শিল্পী রুদ্র কিশোর মণ্ডলের সুন্দর উপস্থাপনায়।

বার্তা ওয়েবজিনের ১০০ সংখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল জুন মাসের ৪ তারিখে বালিগঞ্জের দেশজ ক্যাফে অ্যান্ড স্টোরে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন *বার্তার* বেশ কিছু লেখক এবং শুভচিন্তক। এই দিন আরও একটি বিশেষ দিন ছিল এই কারণে যে একই দিনে বার্তা, গ্রাইন্ডার ফর ইকোয়ালিটি, লস এঞ্জেলেস এবং সাথী, চেন্নাইয়ের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ইভেন্টের মাধ্যমে একটি অনন্য কুইয়ার-বান্ধব কোভিড-১৯ পরিষেবা লোকেটার চালু করলো। লোকেটার ইংরেজি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই রয়েছে।

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট সুশান্ত প্রামাণিক বলেন, "এই প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিতে এই লোকেটারটি অনেকটা প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইয়ার মানুষদের কাছে। কারণ করোনা ভাইরাস এখনও যায়নি, বিগত তিনটে ঢেউয়ে আমরা দেখেছি কিরকম অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়েছে সবাইকে। তাই আবারও এইরকম পরিস্থিতিতে লড়াই করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" এই কোভিড-১৯ লোকেটারটি বার্তার বিদ্যমান অনলাইন অনুসন্ধানকারী লোকেটরের একটি নতুন সংযোজন। বিদ্যমান লোকেটরের মধ্যে আছে ভারত জুড়ে কুইয়ার-বান্ধব যৌন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনি সহায়তা পরিষেবার তথ্য।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে লোকেটার লঞ্চ করা হয়। তারপর *বার্তার* বিভিন্ন লেখকরা এবং *বার্তার* সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকা সমস্ত মানুষজন তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং *বার্তার* সাথে তাঁদের যাত্রার কথা শেয়ার করেন; সঙ্গে আড্ডা ও ফেসবুক লাইভও করা হয়।

কাউন্সেল ক্লাবের (নব্বইয়ের দশকের একটি কুইয়ার সমর্থন গোষ্ঠী যেটি ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত চালু ছিল) দিনগুলো থেকে কুইয়ার আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং বর্তমানে বার্তার একজন সম্মানীয় ট্রাস্টি মধুজা নন্দী তাঁর কয়েকটি মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন সকলের সাথে। তিনি বলেন অনেক রূপান্তরকামী এবং কোতি মানুষের সাথে তিনি কাজ করতে পেরেছেন বার্তার সহযোগিতায়। ভবিষ্যতেও বার্তার সঙ্গে আরও অনেকদিন থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেন মধুজা। সবশেষে পবনের বানানো অসাধারণ টেস্টি একটি কেক কেটে এবং চা ও স্ন্যাক্সের মিষ্টি নোনতা স্বাদে শেষ হয় সেদিনের অনুষ্ঠান।

বার্তার ১০০ তম সংখ্যার উদযাপনের অংশ হিসেবে গত ২৮শে মে, ২০২২ এ 'Bridging Academia and Activism: Stories from the Margin' এই বিষয়ের ওপর একটি প্যানেল ডিসকাশনও হয়, প্রতিনিধিত্ব করেন ডঃ কৌস্তভ বক্সী যিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং *বার্তার* একজন লেখক। ওয়েবজিনে নিয়মিত অবদানকারী, কৌস্তভ *বার্তা* ওয়েবজিনের উদ্ভব এবং উদ্দেশ্য

সম্পর্কে ছয় জন অন্যান্য অবদানকারীদের সাথে কথা বলেছেন। প্রতিটি বক্তা কীভাবে ওয়েবজিনে অবদান রেখেছিলেন, তাঁরা যা লিখেছেন তার প্রভাব কী ছিল, লিঙ্গ এবং যৌনতার তাৎপর্য, এবং এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে জ্ঞান উৎপাদনে *বার্তা* ওয়েবজিন যে ভূমিকা পালন করে (একাডেমিয়া এবং অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ), প্যানেলে সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলা হলো।

কৌস্তভ তাঁর বক্তব্যের প্রথম দিকে বলেন নব্বইয়ের দশকের একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট উর্বশী বৈদের (১৯৫৮-২০২২) কথা, যিনি কয়েকদিন আগেই মারা গেছেন। উর্বশী জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে মানবাধিকারের ব্যাপারে ব্যতিক্রমী কিছু কাজ করেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়াতে কুইয়ার মানুষদের নিয়ে আন্দোলন আনার ব্যাপারেও ওনার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বার্তা ট্রাস্টের পবন ঢল তাঁর স্মৃতি থেকে তুলে আনেন *প্রবর্তক* পত্রিকা (১৯৯১–৯২, ১৯৯৩–২০০০) শুরু কিভাবে হয়েছিল সেই গল্পঃ। *প্রবর্তক* ছিল ভারতের প্রথম দিকের কুইয়ার জার্নালের মধ্যে একটি যার সম্পাদক ছিলেন পবন নিজেই, এবং *প্রবর্তক* থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই *বার্তার* পথ চলা শুরু।

দেবজ্যোতি ঘোষ, যিনি হিউম্যান রাইটস লইয়ার হিসেবে বর্তমানে সাউথ আফ্রিকায় কাজ করছেন, বলেন মিডিয়াতে বেশিরভাগ কুইয়ার সম্পর্কিত কোনো বড়ো খবর হলে তবেই সেটা উঠে আসে। কিন্তু এর বাইরেও মূল স্তরের অনেক খবর থাকে কুইয়ার মানুষের অনেকরকম সমস্যার। *বার্তা* এইসব সমস্যাগুলো নিয়েও অনেক কাজ করেছে এবং করছে।

শান্তা খুরাই মণিপুরের একজন ট্রান্স আর কুইয়ার অ্যাক্টিভিস্ট এবং স্কলার, একই সঙ্গে অল মনিপুর নুপী মানবী অ্যাসোসিয়েশন এর সেক্রেটারি। তিনি লিখতে ভালোবাসেন এবং তাকে লেখার জন্য উৎসাহিত করার ব্যাপারে *বার্তা* কে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন, এবং তিনি বলেন যে মণিপুরের ট্রান্স এবং কুইয়ার মানুষদের কথা বলার জন্য *বার্তা* জায়গা দিয়েছে।

জিয়া মাতা, যিনি একজন কুইয়ার লেখক, অনুবাদক এবং কুইয়ার মানুষদের সম্পর্ক নিয়ে প্রায় লেখেন, তিনি বলেন যে রিলেশনশিপের মধ্যে অনেক রকম সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং বিষাক্ততা থাকে যেগুলো নিয়ে খুব কম কথা হয়। রিলেশনশিপ জনিত সমস্যা নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলতে পারি না। *বার্তা* সেই প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করছে যেখানে আমরা আমাদের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যাগুলোর কথা বলতে পারি এবং মানসিকভাবে একটা সমর্থনের জায়গা তৈরি করতে পারি।

এরপর বক্তব্য রাখেন শম্পা সেনগুপ্ত, যিনি শ্রুতি ডিসেবিলিটি রাইটস সেন্টারের ফাউন্ডার। অনেক বছর ধরে লড়াই চলার পর ২০১৬ তে ভারতে রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যাক্ট নামে একটি আইন চালু হয়। এইগুলো নিয়ে অনেক লেখা উনি এবং উনার মত আরো লেখকরা *বার্তা* তে লিখেছিলেন। এটা শম্পার জন্য একটা ভাবাত্মক ব্যাপার, কারণ উনি এই লড়াইয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন ভীষণভাবে এবং উনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এই লড়াইয়ের। এই লড়াইয়ের কথা নথিভুক্ত করার প্লাটফর্ম হিসেবে *বার্তা* সাহায্য করেছে।

শেষ বক্তা ছিলেন সুদীপা চক্রবর্তি যিনি একজন ট্রান্সজেন্ডার সোশ্যাল ওয়ার্কার। সুদীপার বক্তব্যে উঠে আসে *বার্তার* সিটিজেন জার্নালিজমের কাজের কথা। প্যান্ডেমিক এর সময়ে কুইয়ার কমিউনিটির বিভিন্ন মানুষ নানা রকম সমস্যায় পড়েছিলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য সুদীপার মতো কিছু সিটিজেন জার্নালিস্ট কাজ করেছিলেন *বার্তার* মাধ্যমে। এই কাজগুলো ছিল অনেক তথ্য বহুল এবং যে সমস্ত রিসার্চার ও ছাত্ররা এর ওপর কাজ করবেন তাঁদের জন্য এই তথ্যগুলো খুব প্রয়োজনীয়।

সাল ২০১৩ এর পয়লা অগাষ্ট কুইয়ার মানুষদের কিছু ভাবনাকে বার্তার আকারে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে *বার্তা* ব্লগের শুরু। তারপর ২০১৬ সালের অগাষ্ট এ বার্তার নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি হতেই ব্লগ থেকে ওয়েবজিনে উত্তরণ। আর সেই ওয়েবজিনের দেখতে দেখতে ১০০ সংখ্যা হয়ে গেল।

আমরা আশা করব আগামী দিনে *বার্তা* আরো অনেক দূর আলোর দিশা ছড়িয়ে দেবে কুইয়ার মানুষদের কাছে, এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের চিন্তাভাবনা, সমস্যা এবং স্বপ্নের কথা *বার্তার* সাথে ভাগ করে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

মুখ্যচিত্রের সম্পর্কে: দেশজ ক্যাফে অ্যান্ড স্টোরে তোলা একটি চিত্র। চিত্র সৌজন্যে স্বাতী দাস

স্বাতী একজন বোহেমিয়ান প্রকৃতির মানুষ, বেড়াতে ভালোবাসে, নিজের মনের ভাবনাগুলোকে কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সে মানুষের সাথে মিশে গিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে। স্বাতী বর্তমানে বার্তার একজন সদস্য।

* * *